**যাকাত হিসাবের ছক (চন্দ্র বৎসর হিসাবে) ঃ**

মালদার ব্যক্তি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল সম্পদ হিসাবের জন্য নিম্নের নমুনা ছকটি ব্যবহার করতে পারেন। নমুনা ছকে উল্লেখ নাই এমন সম্পদ মালদারের থাকলে তাহা অবশ্যই হিসাবে আনতে হবে।

**(ক) যাকাত যোগ্য সম্পদের নমুনা ছক ঃ**

| ক | সম্পদের নাম | সম্পদের মূল্য নির্ধারন | টাকা |
|---|---|---|---|
| ১<br>১কঃ | **সোনা/রূপা ঃ**<br>সোনার গহনা, বার, বা গিনি কয়েন | বর্তমান বাজার মূল্য | |
| ১খঃ | রূপার গহনা, বার বা কয়েন | বর্তমান বাজার মূল্য | |
| ১গঃ | সোনা /রূপা /মূল্যবান পাথর/ হিরক বা মোনি-মুক্তা মিশ্রিত অলংকার | শুধুমাত্র সোনা বা রূপার মূল্য | |
| ২<br>২কঃ | **প্লট/ ফ্ল্যাট /বাড়ী ঃ**<br>ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত খালি প্লট | বর্তমান বাজার মূল্য | |
| ২খঃ | নিজ ব্যবহার্য্যের অতিরিক্ত বাড়ী/ ফ্ল্যাট | রক্ষনাবেক্ষন খরচ বাদে বাৎসরিক আয় (যদি সঞ্চিত থাকে ) | |
| ৩ | ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে চাষকৃত মাছ | বিক্রি মূল্য (যদি সঞ্চিত থাকে ) | |
| ৪ | **যানবাহন ঃ**<br>ব্যবসায় ব্যবহৃত রিক্সা, ট্যাক্সি, সিএনজি, গাড়ী, বাস, লরি, ট্রাক, ট্রলার, লঞ্চ, নৌকা, ইত্যাদি | রক্ষনাবেক্ষন খরচ বাদে বাৎসরিক আয় (যদি সঞ্চিত থাকে ) | |
| ৫ | **নাবালকের সম্পদ ঃ**<br>নিজ অভিভাকত্বে ইয়াতিম বা নাবালকের বিভিন্ন সঞ্চয় বা সম্পদ | সম্পদের সর্বমোট মূল্য | |
| ৬<br>৬কঃ | **বিভিন্ন রকম সঞ্চয় / বন্ড/ বীমা ঃ**<br>প্রাইজ বন্ড | সবগুলোর বর্তমান মূল্য | |
| ৬খঃ | ব্যক্তিগত বা পোষ্যের নামের বীমা | বীমায় জমা কৃত মোট প্রিমিয়াম | |
| ৬গঃ | নিজ বা পোষ্যের ডি পি এস বা এধরনের যে কোন মাসিক সঞ্চয় | জমাকৃত মোট অর্থ | |
| ৬ঘঃ | বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় পত্র | সকল সঞ্চয় পত্রের ক্রয় মূল্য | |
| ৬ঙঃ | বন্ড (ব্যাংক বা অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন নামের যে কোন বন্ড ) | সকল বন্ডের ক্রয়কৃত মূল্য | |
| ৭<br>৭কঃ | **শেয়ার/অংশীদারিত্ব ঃ**<br>সিডিবিএল বা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত সকল শেয়ার | মোট শেয়ারের বর্তমান মূল্য | |
| ৭খঃ | সিডিবিএল বা ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত নয় এমন শেয়ার | মোট শেয়ারের ক্রয়কৃত মূল্য | |
| ৭গঃ | অংশীদারী বা যৌথ মালিকানার সম্পদ | যৌথ ভাবে যাকাত আদায় না হলে নিজ অংশের বর্তমান মূল্য | |
| ৮ | বিদেশের সকল সম্পদ (যদি থাকে ) | বর্তমান সম্পদের মূল্য | |
| ৯<br>৯কঃ | **ব্যাংক/ক্যাশ ঃ**<br>ক্যাশের/হাতের নগদ অর্থ | মোট অর্থের পরিমাণ | |
| ৯খঃ | সেভিংস (সঞ্চয়ী )একাউন্ট | নির্দিষ্ট তারিখের ব্যালান্স | |
| ৯গঃ | কারেন্ট (চলতি) একাউন্ট | নির্দিষ্ট তারিখের ব্যালান্স | |
| ১০<br>১০কঃ | **ব্যবসায়িক মালামাল ঃ**<br>কারখানার ব্যবহারের জন্য ক্রয়কৃত কাঁচা মালের মজুদ | ক্রয়কৃত মালের মূল্য | |
| ১০খঃ | কারখানায় প্রস্তুতকৃত তৈরি মালের মজুদ | কোম্পানীর নির্ধারিত বিক্রি মূল্য | |
| ১০গঃ | ব্যবসার জন্য ক্রয়কৃত মালের মজুদ | মজুদ মালের মূল্য | |
| ১১ | **বানিজ্যিক/ইন্ডাষ্ট্রিয়াল লোন/সিসি একাউন্ট** | নির্ধারিত তারিখে লোনের পরিমাণ/স্থিতি | |
| ১১কঃ | পল্ট্রি ফার্মের ব্রয়লার বড় করে বিক্রির জন্য পালিত হলে | ফার্মের হাস মুরগির বর্তমান মূল্য | |
| ১২ | জমি বা অন্য কিছু মর্টগেজ বা বন্ধক | সম্পদের ধার্যকৃত মূল্য | |
| ১৩ | চন্দ্র বৎসরের অগ্রীম যাকাত প্রদান করলে | অগ্রীম যাকাতের পরিমাণ | |
| | | **মোট যাকাত প্রদান যোগ্য সম্পদের মূল্য = ককক** | |

**(খ) যাকাত থেকে অব্যহতি প্রাপ্ত সম্পদের নমুনা ছক ঃ**

| খ | যাকাত অব্যহতি সম্পদের বর্ননা | সম্পদের দেনা নির্ধারন | টাকা |
|---|---|---|---|
| ১ | সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যাংক বা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহিত ঋণ | ঋণের বর্তমান দায়দেনা | |
| ২ | বাঁকিতে বা কিস্তিতে পরিশোধের জন্য দেনা | পরিশোধিত কিস্তি কর্তনের পর বর্তমান দেনা | |
| ৩ | সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ধার/দেনা/ করজে হাছানা | ধার-দেনার পরিমাণ | |
| ৪ | স্ত্রীর অপরিশোধিত মোহরানার দেনা | মোহরানার দেনার পরিমাণ | |
| | | **যাকাত থেকে অব্যহতি প্রাপ্ত মোট দায় দেনা = খখখ** | |

**(গ) উশর ও পশু সম্পদের নির্ধারিত যাকাত ঃ**

| গ | কৃষি সম্পদ ঃ ফসল ও পশুর বর্ণনা | যাকাত নির্ধারন | টাকা |
|---|---|---|---|
| ১<br>১কঃ | **কৃষি সম্পদ ঃ**<br>নিজ বা বর্গায় প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত ফল বা ফসল | প্রাপ্ত ফসলের ১০ ভাগের ১ ভাগ ফসল বা তার মূল্য | |
| ১খঃ | নিজ বা বর্গায় আধুনিক উপায়ে চাষাবাদ কৃত ফল বা ফসল | প্রাপ্ত ফসলের ২০ ভাগের ১ ভাগ ফসল বা তার মূল্য | |
| ২<br>২কঃ | **পশু ঃ**<br>ব্যবসার জন্য পালিত ৩০টির বেশী গরু/মহিষ হলে | ১টি গরুর বা তার সম মূল্য | |
| ২খঃ | ব্যবসার জন্য পালিত ৪০টির বেশী ভেড়া/ছাগল থাকলে | ১টি ছাগল বা তার সম মূল্য | |
| | | **উশর ও পশু সম্পদের নির্ধারিত যাকাত = গগগ** | |

**যাকাত নিরূপন ঃ**

ক) নীরিক্ষিত যাকাত যোগ্য সম্পদের মোট পরিমাণ/মূল্য টাকা ঃ ককক

খ) যাকাত থেকে অব্যহতিপ্রাপ্ত মোট দায় দেনার পরিমাণ/মূল্য (বিয়োগ করুন) টাকা ঃ খখখ

**মোট যাকাত প্রদান যোগ্য সম্পদ পরিমাণ/মূল্য (ককক - খখখ) = টাকা ঃ ঘঘঘ**

*যদি ঘঘঘ এর সম্পদ/মূল্য সারে ৫২ তোলা বা ৬১৩ গ্রাম রৌপের মূল্যের সমান বা তার বেশি হয় তবে শতকারা আড়াই (২.৫০) হারে যাকাত দিতে হবে = হহহ*

**শতকারা আড়াই (২.৫০) হারে যাকাত = হহহ**

**উশর ও পশু সম্পদের নির্ধারিত যাকাত = গগগ**

**চন্দ্র বৎসরের মোট যাকাত টাকা ঃ = যযয**

***যযয থেকে অগ্রীম যাকাত কর্তনের পর অবশিষ্ঠ যাকাত নিদিষ্ট খাতে খরচ করতে হবে ।***

*(ইসলামের যাকাত বিধান: ৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০,১৩,১৬, দরসে কুদুরী: ১,২,৯,১৩,১৭, আমগিরী: ৯,১,১৪,১৫, মুসলিম: ১৬,১৭,, বুখারী: ১৭)*


আয়কর ও ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানতে ভিজিট করুন
বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিজনেস পোর্টাল
www.goldenbusinessbd.com

কল করুন গোল্ডেন বাংলাদেশ পরিচালিত কল সেন্টারে
টেলিফোন ঃ ০২৮৯৫১২৩৩
মোবাইল ঃ ০১৯৭০০৭৯০০১-২
০১৯৭০০৭৯০০৪-৬
০১৯৭৭০৭৯০০৩

বিঃদ্রঃ লিফলেটটিতে কোন প্রকার ভুল বা অসঙ্গতি দেখা গেলে দয়া করে আমার জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো


# ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ

# যাকাত নির্দেশিকা

**যাকাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী**

- এবং সালাত কায়েম করবে আর যাকাত প্রদান করবে, এই হচ্ছে দীনের মজবুত বিধান। *(বাইয়্যেনাহঃ ৫)*
- সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে করে তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত পেতে পার। *(নূরঃ ৫৬)*

ধনীদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। *(আয-যারিয়াত-১৯)*

**যাকাত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ)-এর বাণী**

রাসূললুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেউ যদি আল্লাহর পূরস্কারের আশায় যাকাত দেয় তাহলে তাকে পূরস্কৃত করা হবে।কিন্তু যে যাকাত দিতে অস্বীকার করবে তার কাছ থেকে শক্তি প্রয়োগ করে যাকাত আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তার অর্ধেক সম্পত্তিও নিয়ে নেওয়া হবে । *(বুখারী- নাসাঈ, বায়হাকী)*


GOLDEN BANGLADESH
বাড়ী-০৬, রোড-০১, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা ফোন-৮৯৫১২৩৩, মোবা-০১৯১১৪৮৫৯৪৯
www.goldenbangladesh.com ৬৪ টি জেলার তথ্যাবলি ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্যাবলি www.goldenbusinessbd.com
www.marriageinfobd.com বিবাহ বিষয়ক তথ্যাবলি নারী বিষয়ক তথ্যাবলি www.goldenfeminabd.com


بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم

**যাকাতের সংগা ঃ**

কোন মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার নিসাব পরিমাণ মাল বা সম্পদের পূর্ন এক চন্দ্র বছর ভোগ দখলের পর নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলে।

**যাকাতের নিসাব কাকে বলে ঃ**

নিসাব বলা হয় শরিয়তের নির্ধারিত আর্থিক নিম্নতম সীমা বা পরিমাণকে অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ-মাল-অর্থ কোন ব্যক্তির সাংসারিক সকল মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর পর বছর শেষে নির্দিষ্ট তারিখে ঐ ব্যক্তির মালিকানায় থাকলে যাকাত প্রদান করতে হয় তাকে ইসলামী পরিভাষায় নিসাব বলে। বিভিন্ন মালের নিসাব বিভিন্ন।

**যাকাত কে দিবে ঃ**

১) যাকাত দাতাকে মুসলমান হতে হবে।
২) প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ্য ও বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে।
৩) নিসাব পরিমাণ মাল তার বৎসরের সকল মৌলিক প্রয়োজনের পর অতিরিক্ত থাকতে হবে।
৪) যদি একক ভাবে কোন পন্য বা দ্রব্যের মূল্য নিসাব পরিমাণ না হয় কিন্তু ব্যক্তির সবগুলো সম্পদের মূল্য মিলিয়ে একত্রে সাড়ে ৫২ তোলা বা প্রায় ৬১৩ গ্রাম রৌপ্যের মূল্যের সমান হয় তবে ঐ ব্যক্তির নিসাব পূর্ণ হবে। অর্থাৎ যাকাত আদায় করতে হবে।
৫) এতিম, পাগল বা নাবালকের পক্ষে কেউ অভিভাবক নিযুক্ত থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে।
৬) সাংসারিক প্রয়োজনে গৃহিত ঋণ কর্তনের পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হবে।
৭) স্বামী-স্ত্রীর সম্পদ একই পরিবারের গন্য হলেও মালিকানা ভিন্নহেতু পৃথকভাবে নিজ নিজ সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে।
৮) নির্ধারিত যাকাত পরিশোধের পূর্বেই সম্পদের মালিক মারা গেলে যাকাত পরিশোধের পর ওয়ারিশগন মালিক বলে গন্য হবে। *(ইসলামের যাকাত বিধান:৫,৮, দরসে কুদুরী: ১,২,৩,৪,৬, মাসিক মদীনা:৭)*

**যে সম্পদের যাকাত দিতে হবে ঃ**

সম্পদের বিস্তারিত আলোচনা না করে অপর পৃষ্ঠায় যাকাত যোগ্য সম্পদের নমুনা ছকে দেওয়া হলো। যাকাতদাতা নমুনা ছক পূরনের মাধ্যমেই যাকাত নির্ধারন করতে পারবেন।

**যাকাতের নিয়ত ঃ**

যাকাত পরিশোধে অবশ্যই সংকল্প বা নিয়ত করতে হবে। ইহা ফরয ইবাদত। নিয়ত করা ওয়াযিব। মুখে উচ্চারন করে বা যাকাত গ্রহনকারিকে শুনিয়ে বলা প্রয়োজন নাই। তবে মনে মনে সংকল্প অবশ্যই করতে হবে আমি যাকাত আদায় করছি অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। ইহা সাধারন দান হিসাবে গন্য হবে। *(বেহেশেতী জেওর-শরহে তানবীর, ইসলামের যাকাত বিধান)*

**যাকাত কাকে দেওয়া যাবে ঃ**

নিম্ন লিখিত আট খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা ফরজ। আল্লাহ্‌পাক কোরআনে বলেন ঃ যাকাত কেবল ফকির মিসকিন ও যাকাত আদায়কারী কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষন করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণে জর্জরিত ব্যাক্তিদের ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী এবং মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা *আত-তওবা ঃ ৬০*)

০১। ফকির ঃ ঐ ব্যক্তি যার নিকট খুবই সামান্য সহায় সম্বল আছে। *(দরসে কুদুরী)*
০২। মিসকীন ঃ মিসকিন হচ্ছে সে, যার কিছুই নাই। *(দরসে কুদুরী)*
০৩। যাকাত আদায়কারী কর্মচারী ঃ সরকারী ভাবে নিযুক্ত যাকাত আদায় ও বিতরণের কর্মচারী।এই খাত বাংলাদেশে প্রযোজ্য নয়।
০৪। মন জয় করার জন্য নওমুসলিম ঃ যাদের অন্তর ইসলামের প্রতি আকৃষ্ঠ তবে সামাজিক বা আর্থিক ভয়ে ইসলাম ধর্মে আসছে না তাদের সাহায্য করে প্রকাশ্যে দলভুক্তি করা অথবা যারা নও মুসলিম হয়েছে অন্য ধর্ম ছাড়ার কারনে পারিবারিক সামাজিক ও আর্থিক ভাবে বঞ্চিত হয়েছে তাদের সাহায্য করে ইসলামে সুদৃঢ় করা।
০৫। ঋণমুক্তির জন্য ঃ জীবনের মৌলিক চাহিদা পুরনের জন্য সংগত কারনে ঋনগ্রস্থ ব্যক্তিদের ঋনমুক্তির জন্য যাকাত প্রদান করা যায়।
০৬। দাসমুক্তি ঃ কৃতদাসকে মুক্তির জন্য এ প্রথা এখন প্রযোজ্য নয়।
০৭। ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহ্‌র পথে ঃ সাবিলিল্লাহ শব্দের অর্থ ব্যাপক। যে সব কাজ দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তোষ ও নৈকট্য লাভ করা যায় তাকেই ফিসাবিলিল্লাহ্‌ বুঝায়। অন্যকথায় মুসলিম জনগণের কল্যাণকর যাবতীয় কাজ যার ফলে দ্বীন ও রাষ্ট্রের স্থিতি আসে এমন কাজ।
০৮। মুসাফির/প্রবাসী ঃ পথে বা প্রবাসে মুসাফির অবস্থায় কোন ব্যক্তি বিশেষ কারনে অভাব গ্রস্থ হলে ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে যতই ধন-সম্পদ থাকুক না কেন তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। *(ইসলামে যাকাত বিধান: ৩,৪,৫,৬,৭,৮)*

**কাকে যাকাত দেওয়া যাবে না ঃ**

১) নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী বা ধনীকে যাকাত দেওয়া যাবে না (মুসাফির ব্যতিত)।
২) সম্পদশালীর নাবালক পুত্র-কন্যাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
৩) কুরাইশ গোত্রের বনু-হাশিম এর অন্তর্গত আব্বাস, জাফর, আকীল (রাঃ) এর বংশধরেরজন্য যাকাত গ্রহন বৈধ নয়।
৪) অমুসলিম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
৫) যে সব প্রতিষ্ঠানে ধনী-গরীব সবাই সেবা পায় সেখানে যাকাত দেওয়া যাবে না। যেমনঃ মসজিদ, মাদ্রাসা (এতিম ফান্ড বা লিল্লাহ বোডিং ব্যতিত), শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তাঘাট ইত্যাদি।
৬) দরিদ্র পিতামাতা, সন্তান, স্বামী বা স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
৭) প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক্ত কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এতিমখানা/লিল্লাহ বোডিং এর জন্য যাকাত আদায় কারী নিযুক্ত হলে তাকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু হাদিয়া/উপঢৌকন হিসাবে দেওয়া যাবেনা।
৮) উপার্জনক্ষম ব্যক্তি যদি উপার্জন ছেড়ে দিয়ে নামাজ-রোযা ইত্যাদি নফল ইবাদতে মশগুল হয়ে যায় তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না।
৯) উপার্জনক্ষম অলস ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

*(ইসলামের যাকাত বিধান:২,৪,৫,৬,৭,৮ আহ্‌ছানুল ফাতাওয়া: ২,৩,৪,৫ দরসে কুদুরী: ১,২,৯, আলমগিরী: ৫,৬)*

**যাকাত একজনকে কতটুকু দেওয়া যাবে ঃ**

সাধারনত দুশো দিরহামের বেশি বা নিসাব পরিমানের বেশি দেওয়া মাকরূহ্‌। তবে পারিবারিক প্রয়োজন বা ঋণগ্রস্থদের জন্য অথবা নিজ আত্নীয়দের সচ্ছল করার জন্য ইহার কোন নির্ধারিত পরিমাণ নাই। হযরত উমর (রাঃ) বলেন, যখন দাও সচ্ছল বানিয়ে দাও। ইমাম মুহাম্মাদ (রাঃ) বলেন, যাকাত দিয়ে কোন ব্যক্তিকে সচ্ছল বানিয়ে দেওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। *(আহ্‌ছানুল ফাতাওয়া, ইসলামের যাকাত বিধান, আলমগিরী)*

**যাকাত বন্টনের এলাকা ঃ**

এলাকার যাকাত এলাকেতেই প্রদান মসনুন। তবে নিকট আত্নীয় যেমনঃ ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ভাবী, ভাতিজা, মামা-ভাগ্নে, ফুফু, শ্বশুর এবং তাদের পরিবার ও সন্তানগন নিজ জামাতা, বিমাতা, খালা ইত্যাদি যদি হকদার থাকে তাহা আদায়ান্তে নিজ চাকর-চাকরানী, প্রতিবেশী, মহল্লাবাসী, গ্রামবাসী, এলাকার দরিদ্র আলেম, এলমেদ্বীন শিক্ষার্থী, মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং ও পরিচিতজন ইত্যাদি খাতে বন্টনের পর দেশের সার্বিক কলাণ্যের স্বার্থে অন্যত্র বন্টন করা যাবে। *(ইসলামে যাকাত বিধান, আহ্‌ছানুল ফাতাওয়া, আলমগিরী, দরসে কুদুরী)*

**উশর বা ফসলের যাকাতঃ**

কৃষিজাত পন্য-ফল ও ফসলের যাকাতকে ইসলামী পরিভাষায় উশর বলে। বাংলাদেশের জমি উশরী কিনা তা নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশের মতামত উশর প্রদানের পক্ষে। *(ইসলামে যাকাত বিধান, দরসে কুদুরী)*

**ফসলের নিসাব উশরের শর্ত ঃ**

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) এর মতে ফসল কম বেশী যাই হোক উশর আদায় করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফের মতে এবং বুখারী মুসলিম তিরমিজির ভাষ্যে পাঁচ ওয়াসাকের কম পরিমাণ ফসলে যাকাত নাই। পাঁচ ওয়াসাক সমান প্রায় ৯৪৮ কিলোগ্রাম বা প্রায় ২৫মন। জমির খাজনা বা কর দিলেও উশর আদায় করতে হবে। বছরে একাধিক ফসল উৎপন্ন হলে প্রতি ফসলেই উশর দিতে হবে। বর্গাজমির উশর উভয়ের ফসলেই আদায় করতে হবে। *(ইসলামে যাকাত বিধান, তাফছিরে মাজহারী)*

**স্বামী-স্ত্রীর সম্পদ বা অলংকারের যাকাত কে দিবে ঃ**

স্বামী-স্ত্রীর সম্পদ একই পরিবারের গন্য হলেও মালিকানা ভিন্ন তাই পৃথকভাবে নিজ নিজ সম্পদের যাকাত আদায় করতে হবে। স্ত্রীর যদি অলংকার ব্যতিত অন্য কোন সম্পদ না থাকে তবে স্ত্রীর হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে বা কিছু অলংকার বিক্রি করে যাকাত আদায় করতে হবে। অলংকারের যাকাত স্ত্রীর পক্ষে স্বামী আদায় করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

**যাকাতের হিসাব কখন করতে হবে ঃ**

যাকাত বছরান্তে ফরজ এবং বছরান্তে যাকাতের হিসাব করা ওয়াজিব। চন্দ্র চছরের যে কোন একটি তারিখকে যাকাত হিসাবের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। বাংলা বা ইংরেজি বছর হিসাব করলে তাহা শুদ্ধ হবেনা। হিসাবের সুবিধার্তে পহেলা রমজানে যাকাত হিসাব করা যেতে পরে। আল্লাহপাক রমজানের রহমতরে কারনে এসময় সত্তরগুন বেশি পূন্য দান করেন। যাকাত যোগ্য সকল সম্পদ বা পণ্যের বেলায় এই শর্ত আরোপিক কিন্তু কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বছরান্তের শর্ত নাই। প্রতিটি ফসল তোলার সাথে সাথেই যাকাত আদায় করতে হবে। *(ইসলামের যাকাত বিধান, মাসিক মদিনা)*

**বর্তমান প্রেক্ষাপটে যাকাত ঃ**

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত ৮টি খাতের মধ্যে ৬টি খাতই বিভিন্নভাবে দারিদ্রের সাথে সম্পৃক্ত। দেশে যদিও যাকাত বোর্ড আছে কিন্তু বাস্তবে তা কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। রাষ্ট্রের বা সরকারের উচিত শরীয়াহ্‌ বোর্ডের মাধ্যমে এমন একটা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বিশেষ ভাবে গড়ে তোলা, যা যাকাত সংগ্রহ, বন্টন সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করবে। ইসলামী চিন্তাবীদগন ঐক্যমত পোষন করেন যে যতদিন পর্যন্ত ইসলামী পন্থায় যাকাত আদায় ও বন্টনে এ দেশের সরকার দায়িত্ব গ্রহণ না করবে, ততদিন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, ব্যাংক, এনজিও, মসজিদ ভিত্তিক কমিটি গঠন করে যাকাত আদায় ও বন্টনে জনগনকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশের যে সব এলাকায় বিভিন্ন নামের সেবা প্রতিষ্ঠান বা মিশনারী সামাজিক উন্নয়নের কথা বলে সাধারন জনগনকে বিধর্মীয় সংস্কৃতি, বেদয়াতী প্রথা চালু, বিতর্কিত ধর্মীয় প্রথা প্রচলন তথা ইসলামকে হীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সে সব এলাকায় বিশেষ প্রোগ্রাম চালু করে কোমলমতি জনগনকে ইসলামের প্রকৃত আর্থিক ও সামাজিক সুফল প্রতিষ্ঠা করার একান্ত জরুরী। পারিবারিক দুরবস্থা দুরীকরনই যাকাতের উদ্দেশ্য। যাকাত গ্রহীতাকে নিঃশর্ত মালিক করে। চিহ্নিত গরীব, মিসকিন, দুঃখী, দুস্থ, রুগ্ন, অক্ষম, পঙ্গু, বিধবা, বৃদ্ধ, ইয়াতিমদের জন্য নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, বেকার পুরুষ/মহিলা সকলকে কর্মসংস্থানের জন্য ট্রেনিং তথা কর্মের মূলধন দিয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্প বা ব্যবসা শুরুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। *(ইসলামের যাকাত বিধান)*

**উপসংহার ঃ**

আল্লাহ্‌পাক ইসলামে মানুষের মর্যাদা, তার প্রয়োজন পুরন ও সহানুভুতি প্রদর্শনের জন্যেই যাকাতের বিধান দিয়েছেন। বর্তমান সমাজে জ্ঞানের অজ্ঞতা বা পরিবেশ পরিস্থির কারনে যাকাতদাতাগন নিজ নিজ ব্যবস্থাপনায় যাকাতের অর্থে শাড়ী, লুঙ্গি বা কখনো কিছু নগদ টাকা বিতরণ করেন। এতে যাকাত গ্রহীতা সাময়িক উপকার পান। কিন্তু যাকাত বিতরণের অন্যতম উদ্দেশ্য স্থায়ীভাবে দারিদ্র বিমোচনে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয় না। অথচ যাকাত সামগ্রিক ভাবে আদায় করে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে বিতরণ করা গেলে বাংলাদেশে বিপুল অর্থ সংগ্রহ ও তা দিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করার সুযোগ হতো। যাকাতদাতা যদি ঈমানী দায়িত্ব ও ইবাদত মনে করে তার প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সম্পদের সঠিক যাকাত হিসাব করেন এবং যাকাত গ্রহিতা যাকাত গ্রহনে তার হক/অধিকার অবগত থাকেন তবে সমাজে এর সুফল আসতে বাধ্য। যাকাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে আল্লাহর নির্দেশিত ও রাসূলে পাক (সাঃ ) এর বাস্তবায়িত এই বিধান সকল ঈমানদারদের বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরী।

**সমাপ্ত**